গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
http://lddp.portal.gov.bd

জলবায়ু সহিষ্ণু ম্যানুউর উৎপাদনকারী/ উদ্যোক্তাদের সাথে ম্যাচিং গ্রান্টের মাধ্যমে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠাকরণের শর্তাবলী
Terms of Reference (ToR)

১. উদ্দেশ্য ঃ

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়াধীন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর দেশের প্রাণিসম্পদ খাতের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় "প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)" বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে জলবায়ু সহিষ্ণু ম্যানিউর উদ্যোক্তা উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে । এ লক্ষ্যে গবাদিপশু/পোল্ট্রি খামারের গোবর/বিষ্ঠা ব্যবহার করে জলবায়ু সহিষ্ণু ম্যানুউর উৎপাদনকারী/উদ্যোক্তাদের ম্যাচিং গ্রান্টের আওতায় অনুদান প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে । পার্বত্য অঞ্চলের তিনটি জেলা ব্যতীত দেশের ৬১টি জেলায় মোট দশ জন উদ্যোক্তাকে এ সহায়তা প্রদান করা হবে।

২. আবেদনকারীর যোগ্যতা ঃ

১. আবেদনকারীকে বাংলাদেশী নাগরিক হতে হবে;

২. আবেদনকারীর ব্যবসা জলবায়ু সহিষ্ণু ম্যানিউর (Climate resilient manure) ও জৈব-গ্যাস (Bio-gas) সংক্রান্ত হতে হবে এবং এ কার্যক্রম অবশ্যই প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত হতে হবে;

৩. জলবায়ু সহিষ্ণু ম্যানিউর (Climate resilient manure) ও জৈব-গ্যাস (Bio-gas) উৎপাদন ও বিপণনে কমপক্ষে এক বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;

৪. প্রথম ধাপে নির্বাচিত হলে দ্বিতীয় ধাপে আবেদনকারীর বৈধ ট্রেড লাইসেন্স ও টিআইএন (TIN) সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে (যদি থাকে);

৫. আবেদনপত্রে প্রস্তাবিত মোট বাজেটের কমপক্ষে শতকরা ষাট ভাগ অর্থ আবেদনকারীকে বহন করতে হবে;

৬. আবেদনকারীকে বেসরকারি উদ্যোক্তা হতে হবে। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি এবং স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানি আবেদন করার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না;

৭. ম্যাচিং গ্রান্ট প্রাপ্তির জন্য মহিলা উদ্যোক্তাদের বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

৩. ম্যাচিং গ্রান্টের ব্যবহার ঃ

৩.১ ম্যাচিং গ্রান্টের অর্থ নিম্নেবর্নিত কাজে ব্যবহার করা যাবে ঃ

ক. ম্যাচিং গ্রান্টের অর্থ বিদ্যমান জলবায়ু সহিষ্ণু ম্যানিউর (Climate resilient manure) ও জৈব-গ্যাস (Bio-gas) উৎপাদনে ব্যবহার করা যাবে।

খ. ম্যাচিং গ্রান্টের অর্থ নিম্নের সরঞ্জামাদি কেনার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে:

- যন্ত্রপাতি, পণ্য পরীক্ষার ল্যাব সরঞ্জাম এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি। যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সংগ্রহ করতে হবে;
- ম্যাচিং গ্রান্টের অর্থ উৎপাদন ব্যবস্থার মান উন্নয়নের লক্ষে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বা সফটওয়্যার সংগ্রহ করার কাজে ব্যবহার করা যেতে পরে;

গ. বিশেষজ্ঞ দলের সদস্যরা পরিকল্পনা অনুযায়ী ম্যাচিং গ্রান্টের প্রদত্ত অর্থের যথাযথ ব্যবহার তত্ত্বাবধান করবেন।

৩.২ ম্যাচিং গ্রান্টের অর্থ নিম্নেবর্নিত কাজে ব্যবহার করা যাবে না ঃ

ক. জমি কেনা বা ভাড়া করা;

খ. যানবাহন কেনা;

গ. অফিসের সরঞ্জাম কেনা;

ঘ. বিল্ডিং এবং সিভিল ওয়ার্কস;

ঙ. অপারেটিং খরচ;

চ. ঋণ পরিশোধ;

ছ. ঋণের সুদ প্রদান;

জ. ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল এবং

ঝ. বেআইনী ব্যবসায়িক কার্যক্রম।

৪. ম্যাচিং গ্রান্টের আকার/ পরিমান ঃ

ম্যাচিং গ্রান্ট/ অনুদানের পরিমান ১৫৫ লক্ষ টাকার বেশি হবে না। আবেদনকারীর ব্যবসায় বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়নের ভিত্তিতে ম্যাচিং গ্রান্টের পরিমান নির্ধারিত হবে।

৫. ইওআই (EOI)/আবেদন জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া ঃ

ক. দরখাস্তকারীকে ইওআই'তে বর্ণিত সমস্ত প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে হবে এবং তার সমর্থনে যথাযথ কাগজপত্রসহ আবেদন প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট(পিএমইউ) এ জমা দিতে হবে;

খ. অসম্পূর্ন আবেদন পত্র বিবেচনা করা হবে না;

গ. ইওআই (EOI) ফর্মেট অনুসরণ করে দরখাস্ত জমা দিতে হবে;

ঘ. আবেদনকারী কেবল একটি প্যাকেজের জন্য আবেদন পত্র জমা দিতে পারবেন; এবং

ঙ. প্রকল্প কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীর জমা দেওয়া কোন ইওআই বা সহায়ক উপকরণ ফেরত দিতে বাধ্য নয়।

৬. ইওআই (EOI) যাচাইকরণ এবং ম্যাচিং গ্রান্ট অনুমোদনের প্রক্রিয়া ঃ

ক. পিএমইউ আবেদনের প্রাপ্তি স্বীকারকরণ;

খ. প্রাপ্ত আবেদনগুলোর যাচাই-বাছাইয়ের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (PIU) এ পাঠানো হবে;

গ. পিআইইউ (PIU) যা করবে:

- আবেদনপত্রে উল্লেখিত তথ্যাদি যাচাই করা;
- প্রয়োজনে আবেদনকারীর কাছ থেকে যে কোন বিষয়ের ব্যাখ্যা চাওয়া;
- পিএমইউ কর্তৃক সরবরাহকৃত ফরমেট বা চেকলিস্ট পূরণ করা; এবং
- যথাযথভাবে কাগজ-পত্র দেখা এবং রেকর্ড করা।

ঘ. পিআইইউ (PIU) সকল আবেদন যাচাই বাছাই করে পিএমইউতে রিপোর্টসহ প্রেরণ করবে;

ঙ. তহবিল ব্যবস্থাপনা ইউনিট (FMgtU) আবেদনকারী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য যাচাই করার জন্য স্বাধীন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে;

চ. গ্রান্ট রিভিউ কমিটি (GRC)'র চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সফল আবেদনকারীদের জানানো হবে;

ছ. শুধুমাত্র নির্বাচিত (সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত) আবেদনকারীকে ব্যবসায় পরিকল্পনা (Business Plan) প্রণয়নের জন্য আহ্বান জানানো হবে;

৭. ম্যাচিং গ্রান্ট চুক্তি এবং বিতরণ ঃ

- প্রকল্প পরিচালক, এলডিডিপি বাংলাদেশের আইন অনুসরণপূর্বক সরকারের পক্ষ থেকে নির্বাচিত ব্যবসায়ীদের সাথে চুক্তি পত্র স্বাক্ষর করবে;
- প্রকল্প পরিচালক, প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) সফল আবেদনকারীদের সাথে চুক্তির আলোচনা সম্পন্ন করবে এবং ম্যাচিং গ্রান্ট সহায়তা চূড়ান্ত করবে;
- আবেদনপত্রে উল্লেখিত উদ্দেশ্য, কাজের পরিকল্পনা, ক্রিয়াকলাপ, মাইলস্টোন, তহবিলের ব্যবস্থা এবং প্রতিবেদনের সময়সূচী নির্ধারণ চুক্তির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে;
- পিএমইউ এর একজন টেকনিক্যাল অফিসার নির্বাচিত ম্যানিউর (manure) ও উৎপাদের নিকট চুক্তির প্রতিটি ধারা ব্যাখ্যা করবেন;
- নির্বাচিত ম্যানিউর (manure) ও জৈব-গ্যাস (Bio-gas) উৎপাদনকারীগণ প্রকল্পের সাথে চূড়ান্ত অনুদান চুক্তিতে স্বাক্ষর করবে।

৮. বিরোধ নিষ্পত্তি ঃ

একটি কার্যকর অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার (Grivence Redress Mechanism -GRM) মাধ্যমে কোন অভিযোগ থাকলে তা গ্রহণ, প্রক্রিয়াকরণ ও নিষ্পত্তি করা হবে। বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য এলডিডিপিতে একটি বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি বা Grivence Redress Mechanism –GRM কার্যকর আছে। এ বিষয়ে কারো কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলে তা গ্রহণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং নিষ্পত্তিকরন GRM মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বা প্রাণিসম্পদও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) এর ওয়েবসাইটে (http://lddp.portal.gov.bd/) প্রবেশ করে বা ইমেইল বা লিখিত পত্রের মাধ্যমে বিরোধ/অভিযোগ নিষ্পত্তি/প্রতিকার চেয়ে আবেদন করতে পারবে।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কারও কোন অভিযোগ থাকলে নিম্ন ঠিকানায়ও যোগাযোগ করা যাবে-

কর্মকর্তার পদবী	যোগাযোগ ঠিকানা
মহাপরিচালক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ, ঢাকা। ই-মেইল: dg@dls.gov.bd টেলিফোন: +৮৮০২৯১০১৯৩২ ডাক ঠিকানা: প্রাণিসম্পদ ভবন-১, (২য় তলা), কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ।